ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না

ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না

অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম

www.pathagar.com

ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না
-অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম

প্রকাশনায়
কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন- ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল
মে- ২০০৬
বৈশাখ- ১৪১৩

কম্পোজ
জা.ই.বা. কম্পিউটার

মূল্য ঃ নির্ধারিত ৫ (পাঁচ) টাকা

মুদ্রণে
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না

কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে সরকার পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যখন অতি সন্নিকটে ঠিক তখনই কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংস্কারের সংলাপ প্রসঙ্গে জটিলতা সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে কেন কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সংস্কারের কথা উত্থাপন করেনি, এ প্রশ্নের কোন জবাব তাদের কাছে নেই। প্রস্তাবগুলোর যদিও কোন যৌক্তিকতা নেই তথাপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে তার বক্তৃতায় আলোচনার দ্বার উন্মোচনের জন্য সরকার ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। সে প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারী দলের পক্ষ থেকে জনাব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল জলিলের নিকট তাদের প্রতিনিধিদের নাম পাঠানোর জন্য চিঠি পাঠান। সে অনুযায়ী তারা ৫ জনের নামের তালিকা প্রদান করেন এবং কিছু শর্তারোপ করেন। সে শর্তে তারা সরাসরি জামায়াতের নাম

www.pathagar.com

উল্লেখ না করলেও ইঙ্গিতে বুঝান যে, জামায়াত সংলাপে থাকলে সে সংলাপে তারা বসবেন না। পরবর্তীতে তারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কিছু কারণ উল্লেখ করে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, সংলাপে যেন কোনভাবেই জামায়াতের প্রতিনিধি না থাকে।

চার দলীয় ঐক্য জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বৈঠকের পর জনাব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বিএনপির ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, চীফ হুইপ খন্দকার দেলাওয়ার হোসেন, জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, ইসলামী ঐক্য জোটের জনাব মুফতী ফজলুল হক আমীনী এবং বিজেপি'র জনাব সাইফুর রহমানের নাম পাঠান। ১৪ দল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যেহেতু এ প্রতিনিধি দলে বিএনপি ছাড়া অন্যদের বিশেষ করে জামায়াতের প্রতিনিধির নাম রাখা হয়েছে। ফলে সংলাপ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ অত্যন্ত কৌশলে এর দায় দায়িত্ব বিএনপি ও জামায়াতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জনগণকে বুঝাতে চায় বিএনপি-জামায়াত আলাপ আলোচনার পথ রুদ্ধ করে আগামীতে কারচুপির নির্বাচন করতে চায়। এ প্রেক্ষাপটে জামায়াতের বক্তব্য দেশের সচেতন জনগণের নিকট তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

জামায়াত একটি গণতান্ত্রিক ইসলামী দল

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ভূঁইফোড় কোন সংগঠন নয়। দীর্ঘদিন ধরে জামায়াত এদেশের জনগণকে সাথে নিয়ে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ইসলামই মানুষের জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির পথ নির্দেশক। সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তাই স্বাভাবিক কারণেই একটি ইসলামী দল হিসেবে জামায়াত অস্ত্রের জোরে অথবা জোরপূর্বক ইসলাম কায়েমে বিশ্বাসী নয়।

জামায়াতই প্রথম কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মূলা দেয়

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশের জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। স্বৈরশাসন আমলে দেশে যে সব জাতীয়, স্থানীয় ও উপনির্বাচন হয়েছে সে সব নির্বাচনে জনগণ মাস্তান আর পেশী শক্তির কারণে ভোট দিতে পারেনি। ফলে জনগণের মাঝে এক প্রকার হতাশার সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা দারুনভাবে ক্ষুন্ন হয়। এ পরিস্থিতিতে একটি সুন্দর, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষ থেকে একটি ফর্মূলা দেয়া হয়। সেই ফর্মূলা ছিলো 'কেয়ারটেকার সরকার' পদ্ধতির ফর্মূলা। জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর মরহুম আব্বাস আলী খাঁন ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা গ্রীনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেয়ারটেকার বিধান সম্বলিত এ রাজনৈতিক পদ্ধতি ঘোষণা করেন। ১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসভায় মরহুম আব্বাস আলী খান কেয়ারটেকার সরকার ফর্মূলা পূণরায় উত্থাপন করেন। ১৯৮৪ সালের ১০ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সংলাপেও কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মূলা জামায়াতের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭দল, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দল এবং জামায়াতে ইসলামী যুগপৎভাবে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং আন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং জামায়াতের ফর্মূলা মোতাবেক একটি কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের কথাটি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয় এবং ৭দল, ১৫ দলের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা হয়। জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণার পর পরই কেয়ারটেকার সরকার প্রধান কে হবেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই কেয়ারটেকার সরকার প্রধান ঠিক করতে হবে। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে তদানিন্তন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর (বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল) জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ মতবিনিময় করেন। শেখ হাসিনা প্রধান বিচারপতির বদলে তার বলয়ের একজন অরাজনৈতিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম প্রস্তাব করেন। এভাবে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে এবং জামায়াত এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। অবশেষে তৎকালীন মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয়। এ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় জনগণের মাঝে আবার ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আস্থা ফিরে আসে। এ নির্বাচন দেশ-বিদেশে দারুনভাবে প্রশংসিত হয়।

www.pathagar.com

সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে জামায়াতের ভূমিকা

১৯৯১ সালের নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করে। দেশের জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার স্বার্থে জামায়াত বিএনপিকে নিঃস্বার্থভাবে সরকার গঠনে সমর্থন করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পক্ষে জনাব আমীর হোসেন আমু তদানিন্তন জামায়াত ঢাকা মহানগরীর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের নিকট মগবাজার আল ফালাহ বিল্ডিং-এ এক প্রস্তাব নিয়ে আসেন। জনাব মুজাহিদকে বলা হয়, 'আপনারা আমাদেরকে সরকার গঠনের সমর্থন দিলে তিন জন কেবিনেট মন্ত্রী এবং দুইজন প্রতিমন্ত্রী ও ৭জন মহিলা এমপি দেব।' এতেও আপনারা সন্তুষ্ট না হলে প্রয়োজনে আলোচনা করে আরো বাড়ানো হবে। জনাব মুজাহিদের পক্ষ থেকে বলা হয় শুধু জামায়াত সমর্থন দিলেই তো আপনারা সরকার গঠন করতে পারবেন না। তখন জনাব আমু বলেন, এরশাদের সমর্থন পকেটে নিয়েই এসেছি। কিন্তু জামায়াত সার্বিক বিবেচনায় আওয়ামী লীগের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং জাতীয় প্রয়োজনে নিঃস্বার্থভাবে বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন করে।

তখন দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার চালু ছিল। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে প্রয়োজন ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের। কিন্তু সকল দলের ঐকমত্য ছাড়া এটা সম্ভবপর ছিল না। এ ব্যাপারে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব ছিল। এ দূরত্ব দূর করে সর্বসম্মতভাবে সংদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালুর জন্য জামায়াত নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুগন্ধায় বিএনপি

www.pathagar.com

চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং মরহুম আব্বাস আলী খানের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে বিএনপি ও জামায়াত একমত হয়। ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু করা হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ ব্যাপারে জামায়াতের ঐতিহাসিক ভূমিকা বর্তমান সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অস্বীকার করতে পারবেন না। তিনি তো এ ব্যাপারে বহুবার জামায়াতের প্রশংসা করেছেন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভূক্তির আন্দোলন

১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এ ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। ফলে জনগণের পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভূক্তির দাবী ওঠে। জনগণের দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের জুন মাসে জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি এটিকে বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে পেশ করেন। কিন্তু কোন দলই সমর্থন না দেয়ায় সংসদে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে মাগুরার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও জাতীয়পার্টি জামায়াতের কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে হয় এবং আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টি যুগপৎ আন্দোলন শুরু করে।

www.pathagar.com

৯

শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের অসংখ্য বৈঠক

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার দাবীতে আন্দোলন পর্যায়ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত এ আন্দোলন বেগবান করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের অসংখ্য বৈঠক হয়েছে। বৈঠক হয়েছে রাশেদ খান মেননের সাথেও। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ, জনাব তোফায়েল অহমেদ ও মোহাম্মদ নাসিম সাহেবের বাসায় এসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। জামায়াতের পক্ষ থেকে জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা এবং আওয়ামী লীগের মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ, জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব মুহাম্মদ নাসিম, বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত নিয়মিত এসব বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। কখনও কখনও মরহুম শাহ এএসএম কিবরিয়া, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীও উপস্থিত থাকতেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এ সকল বৈঠকাদি অনুষ্ঠিত হতো। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ২৭ জুন আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির এক যৌথসভা জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জামায়াতের তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী,

www.pathagar.com

তদানীন্তন জাতীয় পার্টি নেতা ব্যরিস্টার মওদূদ আহমদ, বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত প্রমুখ। উক্ত সভায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি ও ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদও বক্তব্য রাখেন। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে রাশেদ খান মেননের সাথেও জামায়াত নেতৃবৃন্দের বেশ কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। তাই সংস্কার আলোচনায় জামায়াত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকলে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসবেন না বলে বর্তমানে যে অন্যায় অযৌক্তিক দাবী উত্থাপন করেছেন তা ধোপে টিকে কী? জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে অসংখ্য বৈঠক করে আজকে যদি আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, জামায়াতের সাথে বৈঠকে বসবেন না তাহলে এটা আত্মপ্রবঞ্চনা নয় কি? এর জবাব শেখ হাসিনাকে অবশ্যই জনগণের নিকট দিতে হবে। এ ধরনের কথা বলার নৈতিক অধিকার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নেই। সংসদীয় কমিটিতে আওয়ামী লীগের এমপিগণ জামায়াত এমপিদের সাথে বসছেন, জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বসছেন অথচ সংলাপে বসবেন না - এর অর্থ কি এটা নয়, প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল আসলে কোন আলোচনায় বসতেই রাজী নয়! তাঁরা আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শর্তারোপ করেছেন। 'জামায়াতের সাথে বসবেন না' একথা বলে আওয়ামী লীগ 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির' সংস্কারের প্রথম দফাটি নিজেরাই ভুল ও অবাস্তব প্রমাণ করলেন। তারা বলেছেন 'সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকেই কেয়ারটেকার সরকার প্রধান করতে হবে।' জামায়াত সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি। কেয়ারটেকার সরকার প্রধান সকল দলের সম্মতিতে করতে হলে জামায়াতের মতামতের প্রয়োজন কি হবে না?

www.pathagar.com

জামায়াতের সাথে আওয়ামী লীগ বসতে চায় না তিনটি করণে

এক. চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগ বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরানোর কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। কারণ আওয়ামী লীগের কাছে এটা পরিষ্কার যে, বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হলে জামায়াতকে ঘায়েল করতে হবে। ১৯৯১ সালে জামায়াত সমর্থন না দিলে এবং ২০০১ সালে জোট বদ্ধ নির্বাচন না হলে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারত না। এজন্য আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ ঘরানার মিডিয়া শুরু থেকেই জামায়াতের বিরুদ্ধে মারমুখী অবস্থান নেয়। তারা জামায়াতের বিরুদ্ধে একের পর এক অপপ্রচার চালিয়ে জামায়াতকে একঘরে করার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায় যাতে বিএনপি জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ কৌশলেরই অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দ দল সংস্কার আলোচনায় জামায়াতকে বাদ রাখার জন্য বিএনপির উপর চাপ সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য: বিএনপি-জামায়াতের সম্পর্কের অবনতি ঘটানো। যাতে জোট ভেঙ্গে যায়।

দুই. আওয়ামী লীগ যখন প্রথম ক্ষমতায় ছিল তখন ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেও তারা দুই শতাধিক মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি বাতিল, আলেম ওলামাদের প্রতি অত্যাচার শুরু করে। ধীরে ধীরে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু পূণরায় ক্ষমতায় আসতে না পারায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু তারা হাল ছাড়েনি। যদি জামায়াতে ইসলামীকে সংলাপ থেকে বাদ রেখে

www.pathagar.com

কোনঠাসা করতে পারে তাহলে আগামীতে সকল ইসলামী দলকে নিষিদ্ধ করার জন্য তারা সরকারের নিকট চাপ দিতে থাকবে। আর এজন্য তারা আজ জামায়াতকে ইস্যু করেছে।

তিন. জোট ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সর্বশেষ কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল ইসলামের নামে বোমাবাজির। আর এটা করা হয়েছে তথাকথিত শায়খ আব্দুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের মাধ্যমে। এটা দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এ দেশের মসজিদের ইমাম, খতীব, ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ এবং ইসলামী দলগুলোর সাথে বোমাবাজীর কোন সম্পর্ক নেই। এদেশে যুগ যুগ ধরে মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা, পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামা ইসলাম প্রচারের কাজ করছে। ইসলামী দলগুলোও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত আছে। তারা নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছে। জনগণ কখনো কোন ধরণের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা বোমাবাজীর সাথে তাদেরকে জড়িত থাকতে দেখেনি। কিন্তু হঠাৎ করে ইসলামের নামে বোমাবাজী কেন শুরু হলো তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়।

জেএমবি প্রধান আব্দুর রহমান আওয়ামী লীগ এমপি ও যুবলীগ সেক্রেটারী মীর্যা আজমের ভগ্নিপতি। আওয়ামী শাসনামলেই জেএমবি'র জন্ম হয়েছে এবং মীর্যা আজমের সহযোগিতায় সারের ডিলারশীপ নিয়ে এই আব্দুর রহমান প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হয়েছে। জেএমবি'র বোমা তৈরীর সরঞ্জাম এসেছে প্রতিবেশী একটি দেশ থেকে। বোমাবাজির সবচেয়ে বড় Beneficiary হচ্ছে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ। এ থেকে তারাই সবচেয়ে বেশী ফায়দা লুটতে চেয়েছে। জেএমবি'র বোমাবাজীর বিরুদ্ধে দেশের ইসলামী দলসমূহ, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ রুখে দাঁড়িয়েছে। জনগণ এ ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করেছে ফলে সরকার অল্প সময়ের ব্যবধানে জেএমবি প্রধান আব্দুর রহমান, বাংলাভাই, জেএমবি'র সকল কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সদস্যসহ প্রায় গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের নেটওয়ার্ক তছনছ করে দেয়া হয়েছে।

সরকারের এ বিরাট সাফল্যে দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং আনন্দ উল্লাস করেছে। এ ঘটনায় দেশবাসী খুশী হলেও আওয়ামী লীগ সভানেত্রীসহ ১৪ দলের নেতৃবৃন্দ এটাকে সাজানো নাটক বলে আখ্যায়িত করে এবং সরকারকে কোন ধরনের সহযোগিতা না দিয়ে প্রমাণ করেছে জেএমবি তাদের আশ্রয়ে গঠিত ও লালিত পালিত হয়েছে। সরকারের এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যই আওয়ামী লীগ জেএমবি'র সাথে জামায়াতের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা চালাচ্ছে। যারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, তারা বোমা মেরে বিচারক খুন করেছে সেক্ষেত্রে জামায়াতকে জড়ানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে কোন উদ্দেশ্যে? আব্দুর রহমান, বাংলাভাই গ্রেফতার হওয়ায় থলের বিড়াল বের হতে শুরু করেছে। ফলে তারা এখন জেএমবিকে রক্ষার জন্য জামায়াতকে জড়ানোর অপচেষ্টা করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা, গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামসহ সকল ঐতিহাসিক ঘটনায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিজেরাই এর সাক্ষী। অথচ নিজেদের সৃষ্ট ইতিহাসকে নিজেরাই অস্বীকার করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আত্মপ্রবঞ্চনায় ভূগছেন।

আওয়ামী লীগের ভূমিকা দেশ জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আওয়ামী লীগের অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবীগুলোও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যেখানে সংলাপের আহ্বান জানালেন, আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল সেখানে অন্যায় ও অযৌক্তিক শর্তারোপ করে তা ভন্ডুল করার চেষ্টা করছে। তাই জনগণের মাঝে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আসলে আওয়ামী লীগ আলোচনার জন্য নয় বরং কুট কৌশলের আশ্রয় নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে। তা নাহলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রস্তাব দেয়ার পরও আলোচনায় না বসার আর কোন যুক্তি সংগত কারণ থাকতে পারে না। চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার ও দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। 'সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকারেরই অংশ' অথচ আওয়ামী লীগ গঠনমূলক দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির দিকে ঝুঁকে পড়ে। আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলার ঘটনার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা সে প্রস্তাব অসৌজন্যমুলকভবে প্রত্যাখ্যান করেন। সর্বশেষ ইসলামের নামে জেএমবির বোমাবাজী বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংলাপ আহ্বান

www.pathagar.com

করেন। দেশের অনেক রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান সাড়া দিলেও আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল তা প্রত্যাখ্যান করেন। কাজেই আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান যে আওয়ামী লীগ চায় না এ সকল ঘটনাই তার প্রমাণ।

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল চারদলীয় ঐক্য জোটের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন দেশের জনগণ এখন অনেক সচেতন। চারদলীয় জোটকে ক্ষমতা থেকে সরানোর উদ্দেশ্যেই যে জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়া হচ্ছে তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জামায়াতের গঠনমূলক বলিষ্ঠ ভূমিকা ইতিমধ্যে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দিন দিন জামায়াতের জনসমর্থন বাড়ছে। তাই মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক দাবী তুলে এবং অতীত ইতিহাস অস্বীকার করে জামায়াতের অগ্রযাত্রা রুখা যাবে না। কারণ জামায়াত জনগণের দল। জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্যই জামায়াত কাজ করে যাচ্ছে।

#

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তারিখ ২৭ জুন, ১৯৯৪। স্থান- জাতীয় সংসদে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রীর কার্যালয়। আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির যৌথ সভায় বক্তব্য রাখছেন সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর ডানে রয়েছেন আওয়ামীলীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মরহুম আবদুস সামাদ আজাদ, বামে রয়েছেন বেগম সাজেদা চৌধুরী, জাতীয় পার্টির তদানীন্তন নেতা ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ, জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা ও তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীএমপি ও আওয়ামীলীগ নেতা বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এ যৌথ সভায় মাওলানা নিজামী ও ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদও বক্তব্য রাখেন।